টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৮-ই মাঘ বুধবার, ১৩৭৫ ইং 22nd Jan. 1969 | ৩৫শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও পড়বে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

এই তো খেলার দিন—
ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন।
উল ও প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই মাঘ বুধবার সন ১৩৭৫ সাল।

তেইশে জানুয়ারীর পূর্বাহে

--০--

২৩শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন। ভারতের সর্বত্র এই দিনটি উদ্‌যাপিত হইবে। পশ্চিমবঙ্গেও ইহার ক্রটি থাকিবে না। পরাধীন ভারতের এই চিরতরুণ, নির্ভীক ও অবিসংবাদী সংগ্রামী নেতার প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হইবে। ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংস্থা, পাঠাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে নেতাজী-দিবসের জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠান সূচী থাকে। এই উপলক্ষ্যে নেতাজীর জীবন কথা, তাঁহার আদর্শ প্রভৃতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচিত হয়। সরকারী পর্যায়ের কিছু কিছু কর্মসূচী থাকিতে পারে। জাতির জনকের জন্মদিন যেমন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়, যেমন ব্যাপক সূত্রযজ্ঞ চলে, সেইরূপ নেতাজীর জন্মদিনে যদি এমন কোন অনুষ্ঠান হয় যাহাতে বীরত্বের উদ্দীপন থাকে, যাহা নির্ভীক তারুণ্যের ব্যঞ্জনা দিতে পারে, তাহা হইলে আজিকার ক্ষয়িষ্ণু সমাজ উপকৃত হয়। ভারতের স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্র নেতাজীর যে যোদ্ধ-বেশের ছবি হইতে পাওয়া যায়, সেই বজ্রনির্ঘোষ 'তুম্ মুঝে খুন দো, ম্যঁয়্ তুম্‌কো আজাদী দুংগা'—যাহা লক্ষ লক্ষ স্বাদেশিকের প্রাণ সঞ্জীবিত করিয়াছিল, তাহা আর কোথায় মিলিবে? ভারতের আজ ঘরে-বাহিরে শত্রু। জলন্ত দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া এই সব শত্রুর সহিত মোকাবিলার সময় আসিয়াছে। সময় আসিয়াছে স্তিমিত যুবশক্তির জাগরণের। ইহা ছাড়া দেশের কল্যাণ নাই। নেতাজীর নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও দেশমাতৃকার পদে আত্মাঞ্জলি প্রদানের উদগ্র স্পৃহা আজ দেশের সর্ব স্তরের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া দরকার।

লোভ রিপুর প্রবল তাড়নায় আমরা সব ভুলিতে বসিয়াছি। ক্ষমতার মোহ আমাদিগকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছে; তাই যে কোন পথ ধরিয়া আসন পাওয়ার জন্য ও উহাকে আঁকড়াইয়া থাকার জন্য নানা কসরৎ চালাইতেছি। রাজনৈতিক মতাদর্শ ক্ষেত্রবিশেষে আজ ঠুনকা জিনিসে পরিণত হইয়াছে। স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইলে মতভেদ, তারপর দলভাঙ্গার লীলা-খেলায় আমরা মশগুল। এই লোভ আর একদিকে সমাজের ভিতরে যে পচনশীল ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার প্রসার দিনে দিনে ঘটিতেছে। খাদ্য, পানীয়, ঔষধ প্রভৃতির ভিতর দিয়া অলক্ষ্য নরহত্যার এক প্রচণ্ড পাশবিকতা আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। আবার ক্ষমাহীন অপরাধ অদৃশ্য নেপথ্য শক্তির বলে মার্জনা পাইতেছে। ফলে দুষ্টব্রণের বিষযন্ত্রণায় সমাজদেহ কাতরাইয়া, কুঁকড়াইয়া উঠিতেছে। এই বীভৎস চিত্রের মাঝে নেতাজীর ন্যায় পূততম চরিত্রের নামকীর্তন যেন একটা প্রহসন। অন্যায় ও দুর্নীতির সঙ্গে যিনি আপোষ জানিতেন না, ত্যাগের জ্যোতিষ্ক দেশবন্ধুর যিনি সুযোগ্য ও প্রিয় আদর্শবাহক, দেশই ছিল যাঁহার সকল ধর্ম-কর্ম-চিন্তা-ভাবনা—সেই মহান্ বীরের দেশ এই বাংলা আর স্বজন বাঙ্গালী আজ কোন্ পর্যায়ে আসিয়াছে! সান্ত্বনার কথা, দস্যু রত্নাকর রামনামের বিকৃত উচ্চারণেও একদিন সর্বজনপূজ্য হন। জাতির চূড়ান্ত গ্লানি তীব্র অন্তর্দাহের দ্বারা আত্মশুদ্ধির পথে দূর হইবে। সে আত্মিক বিপ্লবের মন্ত্র নেতাজীর নামগানেই পাওয়া যাইবে।

কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল-এ দেশবরেণ্য ভারতীয়দের আলেখ্য থাকিলেও নেতাজী নাকি সেখান হইতে নির্বাসিত এই মর্মে পত্র-পত্রিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে। আমাদের জাতীয় সরকার ইহা অবহিত হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে একটি সৎকার্য হইবে সন্দেহ নাই। নেতাজীর চিত্র না থাকার আফশোস একটি শিশুর হইতে পারে, আমাদের অর্থাৎ শিশুর বয়োজ্যেষ্ঠদের না হওয়াটা আশ্চর্য বৈকি।

যুগন্ধরদের নাম ভাঙ্গাইয়া কার্যসিদ্ধি একটি সনাতনী পন্থা। নেতাজীর নামকেও অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া রাজনীতির নোংরামি কোথাও চলিতে দেওয়া ঠিক নয়। লোক দেখান আদর্শে শ্রদ্ধা অথচ আদর্শ বিচ্যুতি ইহা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কি? আপাত-মধুর হইলেও ইহার পরিণাম ভয়াবহ। যিনি লক্ষ্যবস্তুর জন্য আপোষহীন সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন, যাঁহার বিশ্বাস ছিল বাংলা তথা ভারতের অখণ্ড জাতীয় সত্তায়, সেই মহান্ নেতাকে স্মরণ করিয়া দেশের মুক্তি, দেশের ঐক্য ও দেশের বিকাশসাধনের জন্য আমাদিগকে 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই জাতীয়তা-বাদের অবিচল নিষ্ঠা। ন্যায় ও সাম্যের উপর রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সুবিধাবাদের মনোবৃত্তিতে জাতীয়তাবাদহীনতা ও নীতিভ্রষ্টতা মাথা চাড়া দিবে। তাহাতে রাষ্ট্রের কল্যাণ নাই। দেশের তরুণদের স্বপ্ন যদি নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনার সহিত সমসূত্রে চলে, তবেই আগামী দিনের ভারতবর্ষ উজ্জ্বল সম্ভাবনায় ভরিয়া উঠিবে।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, ধর্মের গ্লানি যখনই সমুপস্থিত হয় তখনই তিনি সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতকারীর বিনাশের জন্য ও ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেকে প্রকাশ করেন। ভারতের যুবশক্তির মধ্য হইতে আবার কোন একদিন নেতাজীর আবির্ভাব ঘটিতে পারে, সে সন্ধান তিনিই দিয়াছেন। দেশের সমাজকাঠামোর গ্লানি যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছিবে, তখন সেই বীর ফিরিয়া আবার আসিবেন এই দৃঢ় প্রত্যয় লইয়া আজ আমরা নেতাজী-জন্মদিনের পুণ্যতিথিতে অন্তরের প্রণতি জানাইতেছি।

সরস্বতী লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী

জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে গত ৭ই জানুয়ারী সাহিত্য বাসর অনুষ্ঠানে শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। ৮ই ও ৯ই জানুয়ারী লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক 'অলীকবাবু' নাটকাভিনয় হয়। ১০ই জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ 'মিলনী' সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যেরা শ্রীশুভাংশু চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় 'সোমপুরা থেকে শোনপুর' নাটক মঞ্চস্থ করেন।

দাদাঠাকুরের একখানা চিঠি

—অবনীকুমার রায়

সেবার (তারিখটা ঠিক মনে নাই) বাংলা দেশের প্রখ্যাত মহিলা সাহিত্যিক স্বর্গীয়া সরলাদেবী চৌধুরাণী আসছেন দেশবন্ধু (তখনো দেশবন্ধু যতীনদাস পাঠাগার হয় নি) পাঠাগারের বার্ষিক মিলনোৎসবে। জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছে। আমরা, পাঠাগারের কয়েকজন কর্মী, চাঁদা আদায় ক'রে বেড়াচ্ছি।

একদিন গিয়েছি দাদাঠাকুরের কাছে পণ্ডিত-প্রেসে চাঁদা আদায় ক'রতে। গিয়ে সবিনয়ে বল্লাম, "সরলাদেবী দেশবন্ধু পাঠাগারে আসছেন ; তারজন্যে যদি কিছু চাঁদা দিতেন।"

পণ্ডিত কাকা (আমরা তাঁকে পণ্ডিত কাকা ব'লেই ডাকতাম) একটু হেসে উত্তর দিলেন, "আমি তো বাবা, গরীব ব্রাহ্মণ। আমি আর কি চাঁদা দেবো। তবে পরের বাড়ী নেমন্তন্ন খেয়ে ভোজন-দক্ষিণা যা পাই, তাই তোদের দেবো।"

একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়েই ফিরে এসেছিলাম। মনে ক'রেছিলাম, ওটা একটা কথার কথা।

কিন্তু তারপর থেকে নিয়মিতভাবে দেশবন্ধু পাঠাগার তাঁর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে এসেছে।

এর কয়েক বছর পর এমনি এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পেরে যে চিঠি লিখে তিনি তাঁর সঙ্কল্পের কথা জানিয়েছিলেন, হঠাৎ সেটা হাতে এসে পড়ায়, সাধারণের অবগতির জন্য তার অনুলিপি নীচে দিলাম। এর থেকে তাঁর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের একটা দিক আমরা দেখতে পাবো।

চিঠির অনুলিপি—

২১শে আশ্বিন, ১৩৫৪

শ্রীযুক্ত অবনীকুমার রায়
রঘুনাথগঞ্জ দেশবন্ধু পাঠাগারের সম্পাদক মহাশয়
করকমলে—

মহাশয়,

আমার পত্নীর চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যাইতে বাধ্য হইয়া আপনার নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইতে পারিলাম না। ক্ষমা করিবেন।

যে বৎসর স্বর্গীয়া সরলাদেবী চৌধুরাণী মহোদয়া পাঠাগারের বাৎসরিক উৎসবে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন, সেইবার আমি ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণাস্বরূপে যে অর্থ পাইব, তাহা পাঠাগারে দান করিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। তৎপরে দক্ষিণা হিসাবে যাহা পাইয়াছিলাম, তাহা পাঠাগারে জমা দিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে কোন ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি না। সুতরাং দক্ষিণাও পাই না।

বহু দিনের কদভ্যাস ধূম্রপানাসক্তি রোধ করিয়া যে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াছি, তাহা হইতে ৫৲ পাঁচ টাকা আপনার নিকট পাঠাইলাম, গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন। ভবিষ্যতে এইভাবে সংগ্রহ করিয়া "দেশবন্ধু পাঠাগারে" দিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

ভবদীয় গুণমুগ্ধ
(স্বাক্ষর) শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত

ভেটেরিনারী ফিল্ড এ্যাসিষ্ট্যান্ট সম্মেলন

ভেটেরিনারী ফিল্ড এ্যাসিষ্ট্যান্ট এসোসিয়েশনের জঙ্গিপুর মহকুমা শাখার প্রথম বার্ষিক সম্মেলন গত ১৯-১-৬৯ তারিখে রঘুনাথগঞ্জে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রণব বাগচী ও হিসাব-রক্ষক শ্রীশরৎ ঘোষ যৌথ আন্দোলন ও সমিতির বিভিন্ন দাবীদাওয়া নিয়ে আলোচনা করেন। এই সভায় বিগত রাজ্য সম্মেলনের গৃহীত ২৩ দফা দাবীপত্রের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। সম্মেলনে বর্ত্তমান বৎসরের জন্য শ্রীপ্রভাকর মালাকারকে কনভেনর নিযুক্ত করে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের বন্যায় সরকারী কর্মচারীসহ দুর্গত মানুষের পুনর্বাসন ও সাহায্য প্রদানের সরকারের নিকট আবেদন জানান হয়। সভায় অবিলম্বে ইনসিমেটর পদগুলি বিলোপ করার জন্য দাবী করা হয়। তাছাড়া আগামী রাজ্য সম্মেলনের দিন ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী '৬৯ ধার্য্য করা হয়। এই সম্মেলন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবে।

বিজ্ঞানে ডি. ফিল

জঙ্গিপুর নিবাসী ও রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বড়াল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অপূর্ব বড়াল সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞানের রসায়নশাস্ত্রে ডি, ফিল হইয়াছেন। শ্রীমান্ অপূর্ব রঘুনাথগঞ্জ বহুমুখী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। অল্প কিছুদিনের জন্য তিনি সেখানে শিক্ষকতাও করেন। এই উপলক্ষ্যে উক্ত বিদ্যালয় একদিন বন্ধ ছিল। আমরা শ্রীমানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

দৌড়-ঝাঁপ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ১৭ই জানুয়ারী শুক্রবার জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ের বাৎসরিক দৌড়-ঝাঁপ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হাই মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিযোগিতা দেখিবার জন্য বহু নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন।

আত্মহত্যা

গত ৭ই মাঘ মঙ্গলবার রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত সেকন্দরা গ্রামের শ্রীপতিমোহন দাস বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়া শবদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য ব্যবচ্ছেদাগারে পাঠাইয়াছেন।

পরলোকগমন

বিগত ২৫শে বৃহস্পতিবার রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ জমিদারী এষ্টেটের ম্যানেজার ও জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান স্বর্গীয় তারিণীপ্রসাদ ধর মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি দুই পুত্র, এক কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগতা আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম

কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ◦ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেন্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেন্টাল সার্জ্জেন

পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ **শ্রীরোহিনীকুমার রায়**, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১'২৫ এক টাকা পঁচিশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬০'০০ ষাট টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩২'০০ বত্রিশ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৮'০০ আঠার টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)